ঝিনাইদহে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবীতে মানববন্ধন করেছে তার বন্ধুরা। সোমবার সকাল ১১ টায় ঝিনাইদহ শহরের প্রাণকেন্ড পায়রা চত্বরে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, সুদীপ আত্মহত্যা করেনি তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ছোট বেলায় সুদীপের মা মারা যান। পরে তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সৎ মায়ের সঙ্গে বেড়ে উঠলেও পরিবারে রয়েছে তার পালিত ভাই শিলন। সদা হাস্যোজ্জ্বল ও সদালাপী সুদীপ এমনভাবে আত্মহত্যা করবে আমরা সেটি মানতে পারছি না।সুদীপ যদি আত্মহত্যা করবে তাহলে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন থাকার কথা না। তার পরিবারের সদস্যরা শুরু থেকেই ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলো। মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে সকল প্রকার চেষ্টা ও তদবির চালিয়েছে তারা। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সময় শ্মশান ঘাটে পরিবারের কাউকেই পাওয়া যায়নি।

সুদীপের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে নেওয়ার পর থেকেই পলাতক রয়েছে সৎ ভাই শিলন। হত্যা না হলে শিলন পালাবে কেন। আমরা সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনা না হলে কঠোর থেকে কঠোরতর কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও সিভিল সার্জন অফিসে স্বারকলিপি প্রদান করবেন তারা।

[redacted]

[redacted]

আসামি মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আমজাদ হোসেনকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহ সীমান্তে নিহত যুবকের মরদেহ ৮৫দিন পর ফেরত দিল বিএসএফ

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ)’র গুলিতে নিহত বাংলাদেশি যুবক ওয়াসিম আকরামের (২৮) মরদেহ অবশেষে দেশে ফিরেছে।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে মরদেহ দেশে ফেরায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে নিহতের স্বজনরা। মরদেহ নিহতের স্বজন ও পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার (৫ জুলাই) মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাস্টার মুন্সী ইমদাদুর রহমানের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নিহত ওয়াসিম আকরাম মহেশপুর উপজেলার বাঘাডাঙ্গা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে।

বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) জানিয়েছে, চলতি বছরের ১১ এপ্রিল ইছামতী নদীর ভারতীয় অংশে গুলিবিদ্ধ যুবকের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী। পরে বাঘাডাঙ্গা গ্রামের রমজান আলী ঘটনাস্থলে বাংলাদেশ অংশে দাঁড়িয়ে মরদেহটি তার ছেলে ওয়াসিম আকরামের বলে দাবি করেন। ওই সময় বিএসএফ মরদেহ উদ্ধার করে ভারতীয় পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

পরে মরদেহটি ফিরে পেতে বিজিবির কাছে লিখিত আবেদন করে ওয়াসিমের বাবা রমজান আলী। আবেদনের প্রেক্ষিতে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ধারাবাহিক যোগাযোগের ফলে ভারতীয় পুলিশ ও বিএসএফ বাংলাদেশি ওই যুবকের মরদেহ ফেরত দেয়ার উদ্যোগ নেয়।

পরে আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে মেইন সীমান্ত পিলারএর ৬০ এর নিকটে বিজিবি ও বিএসএফ দুই দেশের পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মরদেহটি হস্তান্তর এবং গ্রহণ সম্পন্ন হয়। নিহত ওয়াসিম আকরামের বাবা রমজান আলী এবং তার বড় ভাই মেহেদী হাসান মরদেহ গ্রহণ করেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বাঘাডাঙ্গা গ্রামে ওয়াসিম আকরামের মরদেহ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ঝিনাইদহের ফুটফুটে শিশু ফাতেমার বেঁচে থাকার আঁকুতি

ফাতেমা সাড়ে ৬ বছরের ছোট্ট একটা ফুটফুটে শিশু। যার হাসি মাখামুখ পিতা মাতাসহ পাড়া প্রতিবেশিদের সব সময় মাতিয়ে রাখে। তার মায়াবি চেহারার দিকে তাকালে দৃষ্টি আটকে যায়।

ঝিনাইদহের শহরের অক্সফোর্ড স্কুলের প্লে-গ্রুপে পড়া ছোট্ট এই মেয়েটির মুখে সব সময় লেগে থাকে। স্বপ্নের মতো তার প্রাণবন্ত হাসি, কিন্তু সেই হাসির আড়ালে লুকিয়ে আছে দুরারোগ্য রোগের সঙ্গে লড়াই করে বেচে থাকার স্বপ্ন। ফাতেমা লড়ছে সেই থ্যালাসেমিয়া রোগের সাথে।

ফাতেমার পিতা ঝিনাইদহ শহরের হামদহ পুর্বপাড়ার রাশেদুল ইসলাম মিলন একজন স্বল্প আয়ের মানুষ। নিজে কিছুই করতে পারেননি, তবে ছেলেমেয়ের সুস্থতার জন্য সংগ্রাম করছেন। পাঁচ বছর ধরে তার মেয়ের চিকিৎসার জন্য একাই লড়ে যাচ্ছেন। দেশ বিদেশ (ভারত) দৌড়ে পিতা আজ বড়ই ক্লান্ত! তার লড়াই-সংগ্রাম অর্থের অভাবে যেন ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে।

সাড়ে ৫ বছরে প্রায় ১০ লাখ টাকা চিকিৎসা খরচ করেছেন, কিন্তু তবুও শিশু ফাতেমার পুরোপুরি সুস্থ করতে পারেননি। দিন যতই যাচ্ছে সন্তানের জন্য পিতার লড়াই ততই কঠিন হয়ে পড়ছে। ১৫ দিন পর পর ফাতেমার রক্ত দিতে হচ্ছে। এ ভাবে চলছে প্রায় সাড়ে ৫ বছর। স্থায়ী সমাধান বোনমেরু প্রতিস্থাপন করা। বোনমেরু জোগাড় হলেও অর্থের অভাবে তা হচ্ছে না।

ফাতেমার চিকিৎসক ভারতের ভ্যালর খ্রিষ্টান মেডিকেল কলেজের হেমোটলজি বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ডাঃ বিক্রম ম্যাথিউস বোনমেরু স্থপনের কথা বলেছেন। কিন্তু টাকা লাগবে অনেক। অনেক বড় অংকের (২১ লাখ) টাকা এই দরিদ্র পরিবারের পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। তার বড় ভাই তামিমের সঙ্গে বোনমেরু প্রতিস্থাপনে রক্তের ম্যাচিং থাকলেও, অর্থের অভাবে তা স্থাপন করা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ফাতেমার স্বজন রবিউল ইসলাম রবি বালেন, কেবল একজন ফাতেমা নয়, পুরো একটি পরিবারের আশা, সংগ্রাম এবং ভালবাসার গল্পটাই হৃদয়ে গভীর এক স্পন্দন সৃষ্টি করেছে। শিশুর জীবন শুধু তার নিজের নয়, তার চারপাশের সকলেরই।

শিশুটির দাদা আনোয়ার হোসেন জানান, ফাতেমার বুকে মাথা রাখলে মনে হয় সে বলছে “আমাকে বাঁচতে দাও, আমার জন্য কিছু করো।” তার ছোট্ট বুকের মধ্যে এখনো প্রাণের স্পন্দন, অশ্রুতে ভরা নয়, বরং বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা।

ফাতেমার চিকিৎসার জন্য তার পরিবার আর্থিক সহায়তা কামনা করেছেন। সাহায্য পাঠাতে পারেন বিকাশ ও নগদ নাম্বারঃ-০১৭২৪-০৫৬৯৯৩, অথবা অগ্রনী ব্যাংক, ঝিনাইদহ শাখা’র হিসাব নং ০২০০০০১৭৫৫৯৮৪।

কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাদান কার্যক্রম জোরদারকরণ ও করণীয় বিষয়ক সেমিনার

ঝিনাইদহের ১৮৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ৯ মাস ধরে কোন ওষুধ নেই। ওষুধ না থাকার কারণে গ্রামাঞ্চলের মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কমিউনিটি হেলথ প্রোভাইডাররা বেতন পান না ৬ মাস যাবৎ। মৃত্যুর পর ১১৬ জন প্রোভাইডার অবসর সুবিধাও পাননি। ইনক্রিমেন্ট নেই। ক্লিনিকে যন্ত্রপাতি নেই। প্রোভাইডার ছাড়া ক্লিনিকে আর কোন কর্মচারী নিয়োগ নেই।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহে বিএনপির স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

জুলাই আগস্ট গণঅভ্যুত্থান শোক ও বিজয়ের বর্ষপূতি উপলক্ষে ঝিনাইদহে রক্তদান কর্মসূচী করেছে বিএনপি। বৃহস্পতিবার সকালে শহরের এইচএসএস সড়কের দলটির দলীয় কার্যালয়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জেলা বিএনপি।

ডক্টর’স এসোসিয়েশন (ড্যাব)’র জেলা সভাপতি ডা. হাসানুজ্জামানের সভাপতিত্বে রক্তদান ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ।

এছাড়া রক্তদান ক্যাম্পে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. কামরুজ্জামান, ড্যাবের জেলা সহ সভাপতি ডা. আব্দুল খালেক, জেলা বিএনপির সহ সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, আক্তারুজ্জামান, এনামুল হক মুকুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম শাহজাহান, আসিফ ইকবাল মাখন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পাপ্পু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু।

এছাড়া সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন আলম, মহিলা দলের সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুন্নাহার লিজি, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মানিকসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সেসময় বক্তারা বলেন, দেশের প্রতিটি সংকটকালীন সময়ে বিএনপি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। রক্তদান কর্মসূচির মাধ্যমে দলটি মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে।

আলোচনা সভা শেষে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। কর্মসূচী থেকে অসুস্থ ও অসহায় রোগীদের জন্য রক্ত সংগ্রহ করে সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ঝিনাইদহে সাপ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে প্রাণ গেল এক কিশোরের

ঝিনাইদহে সাপ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে সাপের কামড়ে প্রাণ গেল মাহাফুজুর রহমান (১৬) নামের এক কিশোরের।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের বিষয়খালীর কেশবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত কিশোর মাহাফুজুর রহমান ঐ গ্রামের মত. মতিয়ার রহমান মতির একমাত্র ছেলে।

স্বজন ও বন্ধু সোহান জানায়, গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাছের একটি তালগাছ থেকে গত সোমবার বিকালে মাহাফুজুর রহমান একটি সাপ ধরে টিফিন বাটিতে করে আটকে রাখে। যা পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে ঐ তালগাছের কাছে গিয়ে সাপ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে

মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে তার হাতে সাপে ছোবল দেয়। প্রথমে নিজেয় বিভিন্ন গাছের পাতা দিয়ে সাপেড় কামড়ের স্থানে ঘষতে থাকে। এক পর্যায়ে নিজেয় মখদিয়ে সাপেড় বিষ তুলতে গেলে আরও বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেসময় তার সাথে থাকা তার দুই কিশোর বন্ধুর মধ্যে সোহান নামের এক বন্ধু তার পরিবারের লোকজনকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বিকাল ৩টার দিকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থার অবনতি হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১০টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

প্রতিবেশী আলমঙ্গীর হোসেন জানান, মঙ্গলবার গভীর রাতে কিশোর মাহাফুজুর রহমানের মরদেহটি গ্রামের বাড়িতে আসলে এক রিূদয় বিদারক অবস্থার সৃষ্ঠি হয়।এসময় তার মা, আত্মীয়-স্বজন সহ এলাকার মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম মিঞা কিশোরের মৃত্যু নিশ্চিত করে বলেন, নিজের সামান্য ভুলের কারণে এই মৃত্যু। তাই সাপ নিয়ে কখনও খেলা কারা উচিত না। ইউনিয়ন সহ দেশের সকল নাগরিকের আরও সচেতন হবার পরামর্শ দেন তিনি।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জান্নাত-আরা বলেন,

মঙ্গলবার বিকালের দিকে সদর হাসপাতালে সাপে কামড়ের অনেক পরে পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে আসে। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিলো কিন্তু পরে অবস্থার অবনতি দেখা দিলে ঐ কিশোরকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। এবং রাতেই সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বুধবার সকালে কিশোর মাহাফুজুর রহমানের যানাজার নামাজ শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়। জানাজার নামাজে উপস্থিত ছিলেন মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম মিঞা, ৩ নং ওয়ার্ড মেম্বর আতিকুর রহমান আতিক, বিষয়খালী শহীদ মোস্তফা স্কুল এন্ড কলেজের ধর্মীয় শিক্ষক শাহ মোহাম্মদ এনামুল হক ফয়েজি, ব্যবসায়ী দবির আলীসহ অসংখ্য মানুষ জানাজায় অংশ নেয়।

ঝিনাইদহে কিশোরী ধর্ষনের অভিযোগ, ধর্ষক গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ সদরের উত্তর সমশপুর গ্রামে ১২ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠেছে।

রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। পরে সন্ধ্যায় বিষয়টি জানাজানি হলে রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ওই কিশোরীকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে ঘটনার পর প্রতিবেশী অভিযুক্ত ধর্ষক তানভীর হোসেন ওরফে সোহেল মন্ডল (৩১) কে ওই গ্রামের একটি দোকান থেকে আটক করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় রাত ১ টার দিকে ভুক্তভোগী কিশোরীর মা বাদী হয়ে সদর থানায় সোহেল মন্ডল কে আসামী করে ধর্ষন মামলা দায়ের করেছেন।

জানা যায়, রোববার দুপুরে ১২ বছর বয়সী ওই কিশোরী প্রতিবেশী সোহেল মন্ডলের বাড়িতে যায়। সেসময় সোহেল তার শিশু সন্তানকে কোলে নেওয়ার কথা বলে ওই কিশোরীকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে মুখ চেপে ধরে ধর্ষন করে। এরপর বাড়ি ফিরে আসলে সন্ধ্যায় কিশোরীর শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয়। তখন সে তার মা’কে বিষয়টি জানায়। এরপরই বিষয় টি

জানাজানি হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, থানায় মামলার পর অভিযুক্ত আসামী সোহেল মন্ডলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাকে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে পাঠানো হবে।

ভুক্তভোগী কিশোরীর মা জানায়, তার মেয়ে লেখাপড়া করেনা। বাড়িতেই বেশী সময় থাকে। মাঝে মধ্যে প্রতিবেশী সোহেল মন্ডল এর বাড়িতে যায়, তার ছোট শিশুকে কোলে নেয়। রবিবারও তাদের বাড়িতে যায়। তখন সোহেল বাচ্চা কে কোলে নেওয়ার কথা বলে ঘরে ডেকে নিয়ে এই পাশবিক নির্যাতন করে। প্রশাসন যেন সঠিক তদন্ত করে এর সঠিক বিচার করে।

ঝিনাইদহে ক্রিড়া প্রশিক্ষণের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০২৪-২৫ এর আওতায় জেলা ক্রীড়া অফিস ঝিনাইদহের আয়োজনে অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল, সাঁতার ও অ্যাথলেটিকস প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান ও সাঁতার প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল জেলা শহরের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ক্রীড়া অফিসার মোঃ মিজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়। সেসময় অঙ্কুর নাট্য একাডেমির পরিচালক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস, সাঁতার প্রশিক্ষণের কোচ তরিকুল ইসলামসহ অন্যান্য ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।